



191684 - জনকৈ নারী ইফতার করার পর রক্তস্রাব দেখেছেন, কিন্তু তিনি সন্দেহে রয়েছেন যে, ইফতারের পূর্ববর্তেই রক্তস্রাব শুরু হয়েছে নাকি ইফতারের পর?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি রমযান মাসে ইফতার করার কিছুক্ষণ পর রক্তস্রাব দেখতে পেলোম। কিন্তু, আমি জানি না: রক্তস্রাব কি ইফতারের আগে শুরু হয়েছে নাকি পরে? এমতাবস্থায় আমার উপরে কিসেই দিনের রোযা কাযা পালন করতে হবে? কিংবা অন্য কি করতে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলমেগণ একটি ফকিহী নীতি উল্লেখ করে থাকেন, “যে কোন ঘটনাকে এর নিকটতম সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করাই মূলবধিান”

এ নীতিটির অর্থ হচ্ছে: যদি কোন একটি ঘটনা সংঘটিত হয় এবং সে ঘটনাটি নিকটবর্তী কিংবা দূরবর্তী যে কোন সময়ে ঘটে থাকতে পারে। এ দুটো সম্ভাবনার মধ্যে কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য কোন দলিল না থাকে। সেক্ষেত্রে ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার নিকটবর্তী সময়টি ধরতব্য হবে। কেননা নিকটবর্তী সময়টির ব্যাপারে নিশ্চিতি হওয়া যায় যে, ঘটনাটি তাতে সংঘটিত হয়েছে। আর দূরবর্তী সময়টিতে ঘটনাটি ঘটা সন্দেহপূর্ণ।

এ নীতিটির অধিকৃত একটি রূপ হচ্ছে, যদি কেউ তার কাপড়ে বীর্য দেখে জানতে পারে যে, এটি স্বপ্ন দোষের চিহ্ন। কিন্তু কখন স্বপ্নদোষ হয়েছে সেটা স্মরণ করতে না পারে সেক্ষেত্রে সে ব্যক্তি সর্বশেষে যে ঘুম ঘুমিয়েছে এর পরে নামাযগুলো পুনরায় আদায় করবে।

এ নীতিটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, যার কাশি তাঁর ‘আল-মানছুর ফলি কাওয়াদে’ নামক কিতাবে, সুযুতি তাঁর ‘আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়েরে’ নামক কিতাবে। তাঁরা উভয়ে এ নীতিটির আরও কিছু শাখা উল্লেখ করেছেন। আরও জানতে এ গ্রন্থদ্বয়ের যে কোনটি দেখা যতে পারে।

এর আলোকে বলা যায় যে, যদি কোন নারী রক্তস্রাব দেখতে পান, কিন্তু তিনি রক্তপাতের সময় জানতে না পারেন: সেটা কি সূর্য ডোবার আগে নাকি পরে? সেক্ষেত্রে নিকটবর্তী সময়টিকে রক্তপাতের সময় ধরা হবে। এ মাসয়ালায় নিকটবর্তী সময় হচ্ছে, সূর্য ডোবার পর।



আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়াত (২৬/১৯৪) এসছে: যে নারী রক্তস্রাব দেখতে পান; কিন্তু জানেন না যে, কখন রক্তপাত শুরু হয়েছে তার বধিান ঐ ব্যক্তির মত, যে তার কাপড়ে বীর্য দেখেছেন, কিন্তু কখন বীর্যপাত ঘটছে তা জানেন না। অর্থাৎ তাকে গোসল করতে হবে এবং সর্বশেষে যখন ঘুমিয়েছে এরপর থেকে আদায়কৃত নামাযগুলো পুনরায় পড়তে হবে। এ অভিমতেরে, মধ্যযে জটলিতা কম এবং এটি অধিক সুস্পষ্ট।”[সমাপ্ত]

শাইখ মুহাম্মদ বনি মুহাম্মদ আল-মুখতার আল-শানকতীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: এক নারী মাগরবিরে পর রক্তস্রাব দেখতে পেলেন, কিন্তু তিনি জানেন না কখন রক্তপাত শুরু হয়েছিল: মাগরবিরে আগে নাকি পরে? এমতাবস্থায়, তার নামায ও রোযার হুকুম কী হবে?

জবাবে তিনি বলেন: “যদি তিনি রক্তস্রাব দেখেন এবং তার প্রবল ধারণা হয় যে, এটি সূর্যাস্তরে আগেই শুরু হয়েছে তাহলে কোন সন্দেহে নই যে, তার সবে দিনের রোযা বাতলি এবং সটেকাযা পালন করতে হবে। আর যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, রক্ত তাজা এবং এটি মাগরবিরে পর শুরু হয়েছে: সক্ষেত্রেও কোন সন্দেহে নই যে, তার রোযা সহি এবং পবতির হওয়ার পর মাগরবিরে নামায কাযা পালন করা তার উপর আবশ্যিক। তিনি কাযা হিসেবে নামাযটি পড়বেন।

আর যদি তিনি দ্বিধাদ্বন্দ ও সন্দেহে থাকেন সক্ষেত্রে আলমেগণরে অনুসৃত নীতি হচ্ছে, “নকিটবর্তী সময়েরে সাথে ঘটনাকে সম্পৃক্ত করা”। কারণ এক্ষত্রে মূল অবস্থা হচ্ছে, রোযাটি সহি হওয়া; যতক্ষণ পর্যন্ত না রোযাটি সহি না হওয়ার পক্ষে কোন দলিল পাওয়া যায়। মূল অবস্থা হচ্ছে, সবে মহলিা গোটো দিনি রোযা রেখেছেন এবং তার দায়তিব নষ্পন্ন হয়েছে; যতক্ষণ পর্যন্ত না এ অবস্থার উপর প্রতিক্রিয়া তরী করার মত কিছু আমরা না পাই। এ কারণে তার রোযা সহি মরমে হুকুম দয়ো হবে। এ রক্তস্রাব সদিনেরে রোযার উপর কোন প্রভাব ফলেবে না। কেননা আপনি যদি বলেন, রোযা সহি, তাহলে মাগরবিরে নামায কাযা পালন করা আবশ্যিক হবে। আর যদি বলেন: রোযা সহি নয়; তাহলে তার উপর মাগরবিরে নামাযেরে কাযা পালনও আবশ্যিক নয়। তাই রোযা ঠিকি থাকলে মাগরবিরে নামাযেরে কাযা পালন অনবির্ষ হবে। কেননা, ওয়াক্ত শুরু হওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির দায়তিবে সটো অবধারতি হয়ে যায়।”[যাদুল মুস্তানকি এর ব্যাখ্যা হতে সমাপ্ত]

সারকথা: আপনার রোযা সহি। যহেতে মাগরবিরে আগে থেকে রক্তস্রাব শুরু হয়েছে কনি সটো আপনি নিশ্চিতি নন।

আল্লাহই ভাল জানেন।